

312009 - রমযানে সিয়াম পালনরে ফযলিত অর্জতি হবো রমযানরে সব দনি রোযা রাখার মাধ্যমে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কোনে ওজর ছাড়া রমযানরে একটি দনি খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে কথিবা হস্তমথৈন করার মাধ্যমে রোযা ভঙেগছে সে কি "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানরে রোযা রাখবে তার পূর্ববরে সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে" এ হাদসি উল্লেখতি সওয়াব থেকে বঞ্ছতি হবে? এ হাদসি অর্থ কি গোটো রমযান মাসরে রোযা রাখা? যে ব্যক্তি একদনিরে রোযা ভঙেগছে সে কি এ সওয়াব থেকে বঞ্ছতি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানরে রোযা রাখবে তার পূর্ববরে সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[সহিহ বুখারী (৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাসরে রোযা রাখা বাস্তবায়তি হবে সবগুলো দনি রোযা রাখার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সব রোযা রাখেনি তার ক্ষত্রে এ কথা সত্য নয় যে, সে গোটো রমযান রোযা রেখেছে। বরঞ্চ তার ব্যাপারে সত্য হল: সে রমযানরে কিছু অংশ কথিবা কিছুদনি রোযা রেখেছে।

কারমানী বলেন:

"হাদসি উক্তি: **صام رمضان** অর্থাৎ রমযানরে রোযা রেখেছে। আপনি যদি বলেন: নদিনে পক্ষযে যতটুকু রোযা বলা যায় ততটুকু রোযা রাখলে কি যথেষ্ট হবে; এমনকি কটে যদি মাত্র একদনি রোযা রাখা সেকি হাদসি অধিকৃত হবে?

আমি বলব: মানুষরে প্রচলনে 'রমযানরে রোযা রেখেছে' ঐ ব্যক্তি কক্ষত্রে বলা হয় যে সবগুলো রোযা রেখেছে। প্রসঙ্গ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

থেকে এটি সুস্পষ্ট।

আপনি যদি বলেন: ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি; যমেন রোগী যদি রোযা রাখতে না পারে। যদি সে রোগী না হত তাহলে রোযা রাখত। যদি তার ওজর না থাকত তাহলে তার নয়িত ছিল রোযা রাখার; সে কি এই হুকুমের অধিকৃত হবে? আমি বলব: হ্যাঁ। যমেনভাবে রোগী যদি তার ওজরের কারণে বসে বসে নামায পড়ে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে। ইমামগণ এ কথা বলছেন। "[আল-কাওয়াক্বিদ দারারি (১/১৫৯)]

শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আস-সুবকী (রহঃ) বলেন, হাদিসের উক্তি: **من صام رمضان الخ** যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখল..." অর্থাৎ রমযানের সকল দিন রোযা রাখল। আর যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া কছু দিনের রোযা ভেঙেছে সে ব্যক্তি এই প্রতিদিন পাবে না। আর যে ব্যক্তি ওজরের কারণে ভেঙেছে সে ব্যক্তি প্রতিদিন পাবে; যদি সে তার উপর কাযা পালন বা খাদ্য খাওয়ানো যটো আবশ্যক হয় সটো পালন করে থাকে। ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি ওজরের কারণে বসে বসে নামায পড়ছে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে। "[আল-মানহাল আল-আযব আল-মাওরুদ শারহু সুনানে আবী দাউদ (৭/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

এই ব্যক্তির এই চতৈন্য রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যদি এই মহান সওয়াব তার ছুটেও যায় তার অন্য অনেকে পথ খোলা রয়েছে। তার কর্তব্য দরৌ না করে সে সুযোগগুলো গ্রহণ করা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— খালসি (ঐকান্তিকি) তাওবা করা।

গুরুত্বপূর্ণ বধায় 13693 প্রশ্নোত্তরটিও পড়ুন।

রোযা রাখা ছাড়াও রমযান মাসেরে গুনাহ মোচনকারী আরও কছু বশৈষ্টিয় রয়েছে। যমেন শেষে দশকে ঈমান ও সওয়াব পাওয়ার আশা নিয়ে কয়ামুল লাইল পালন করা। আশা করা যায়, শেষে দশকে কয়াম পালনকারী লাইলাতুল ক্বাদর পাওয়ার তাওফিকপ্রাপ্ত হবেন। এই রাতগুলোতে কয়াম পালন করার মধ্যে গুনাহ মাফও রয়েছে; যা রমযানের সয়াম পালনের মধ্যেও রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমান ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে কয়াম পালন করবে তার পূর্বেরে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [সহিহ বুখারী (৩৫) ও সহিহ মুসলিম (৭৬০)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনি রমযান মাসে নকে আমলরে ক্ষত্রেগুলো জানার জন্য ওয়েবসাইটে ২৫ নং প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

আমরা আপনাকে নমিনোক্ত কতিব পড়ার উপদেশে দিচ্ছি:

হাফযে ইবনে হাজার-এর রচতি "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খসালুল মুকাফ্ফরি লযি যুনুব) এবং শামসুদ্দনি আশ-শারবনির রচতি "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খসালুল মুকাফ্ফরি লযি যুনুব)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।